৩) বলুন- আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি তারা সবাই স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি তাই শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের করণীয়গুলো বা ইউনিয়ন পরিষদ কী কী করতে পারে তা নিয়েই মূলত আমরা আলোচনা করব।

৪) বলুন- ধাপ-২ এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ধাপ ২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও স্থানীয় সরকার

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত ১০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করেছি, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার অন্যতম। এখন আমরা স্থানীয় সরকার কীভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করবো। এখানে উল্লেখ্য যে, ১০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু স্থানীয় সরকার নিয়ে এখন আলোচনা করা হবে।

২) জিজ্ঞেস করুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? উত্তর শুনুন, বোর্ডে লিখুন এবং বিশ্লেষণে সহায়তা করুন। জিজ্ঞেস করুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের চ্যালেঞ্জসমূহ কী কী? উত্তর শুনুন। বলুন- অন্যতম চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে-

- স্থানীয় পর্যায়ে সেবাসমূহের মান উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা-পদ্ধতির উন্নয়ন
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ
- স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও তার ভিত্তি মজবুত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ

৩) জিজ্ঞেস করুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের লক্ষ্য কী? উত্তর শুনুন।

৪) বলুন- লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, স্বনির্ভর, গণকেন্দ্রিক এবং ত্বরিত সাড়াদানে সক্ষম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

এখন বড় দলে নিচের স্লাইড দেখিয়ে স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে সুপারিশগুলো আলোচনা করুন-

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যগণের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ

জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করা এবং জেলা স্তরে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টীকরণ

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

সরকারি সম্পদে জনগণের উন্নততর ও ন্যায্যতর অধিকার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল এবং বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ

স্থানীয় সরকারে নিয়োজিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

৬) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশগুলোর তাৎপর্য বলতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং এ ধাপের আলোচনার সমাপ্তি টানুন।

অধিবেশন-৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে বা অবদান রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ করতে প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা করা।

আলোচ্যসূচি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

সময়
১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)

পদ্ধতি
ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, ছোট দলে আলোচনা, প্লেনারি

উপকরণ
স্লাইড, বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপশীট, মাল্টিমিডিয়া

ধাপ ১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১) বলুন- আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত ১০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানীয় সরকার নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এখন আমরা ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব। বলুন- এ ৬টি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. রাজনৈতিক দল	৪. পরিবার
২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ	৬. গণমাধ্যম

২) বলুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং গণমাধ্যম সমাজে শুদ্ধাচার সংস্কৃতি গড়ে তোলায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩) জিজ্ঞেস করুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে আমরা উল্লিখিত ৬টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কী আশা করি? উত্তর শুনুন এবং বলুন- আমরা এখন ৬টি দলে ভাগ হব এবং নিচের ছক অনুযায়ী উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুপারিশগুলো কী কী তা বের করব এবং রঙিন পোস্টার পেপারে লিখে এনে তা প্লেনারিতে উপস্থাপন করব।

৪) ১, ২, ৩ এভাবে ৬টি দলে ভাগ করুন, নেতা নির্বাচন করুন, পোস্টার পেপার দিন, মার্কার দিন এবং কাজ বুঝিয়ে দিন-

দল-১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলো কী কী?

দল-২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলো কী কী?

দল-৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে এনজিও ও সুশীল সমাজের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলো কী কী?

দল-৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে পরিবারের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলো কী কী?

দল-৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলো কী কী?

দল-৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলো কী কী?

৫) সর্বোচ্চ ২০ মিনিট সময় দিন, ৬টি আলাদা স্থানে বসতে সহায়তা করুন, লিখতে সাহায্য করুন, দল থেকে দলে ঘুরে ঘুরে আলোচনা এগিয়ে নিতে সাহায্য করুন। সময় শেষে প্লেনারি সেশনে ডেকে আনুন।

৬) এক এক করে উপস্থাপনে সাহায্য করুন এবং প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একটি করে ঐকমত্যের ফাইন্ডিংস তৈরি করতে সাহায্য করুন, রিভিউ করুন এবং নিচের বর্ণিত সম্ভাব্য সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

রাজনৈতিক দলের জন্য সুপারিশ-

- সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়ন;
- রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা;
- রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ।

বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ-

- মূল্য নির্ধারণে একাধিপত্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রম আইন অনুসরণ এবং ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি প্রদানের বিষয়ে চেম্বার ও সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি জোরদারকরণ;
- শুদ্ধাচারের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট অনুশীলনকে উৎসাহিত করা;
- ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ আয়কর প্রদানে উৎসাহিত ও বাধ্য করা।

এনজিও এবং সুশীল সমাজের জন্য সুপারিশ-

- আইনপ্রণেতা, নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
- এনজিওদের নিবন্ধনের জন্য একক নিবন্ধন-সংস্থা প্রতিষ্ঠা;
- এনজিও সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন;
- এনজিওসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

পরিবারের জন্য সুপারিশ-

- শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে পিতামাতাদের উৎসাহ জোগানো
- নাগরিকদের স্বেচ্ছা-উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান
- শিশু-কিশোর, পিতামাতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়, ধর্ম ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিতকরণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ-

- নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা দান
- সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো
- উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের তদারকি বৃদ্ধি ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন।

ধাপ ২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ক্ষেত্রে ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।

২) বলুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কাঠামো হচ্ছে নিম্নরূপ-

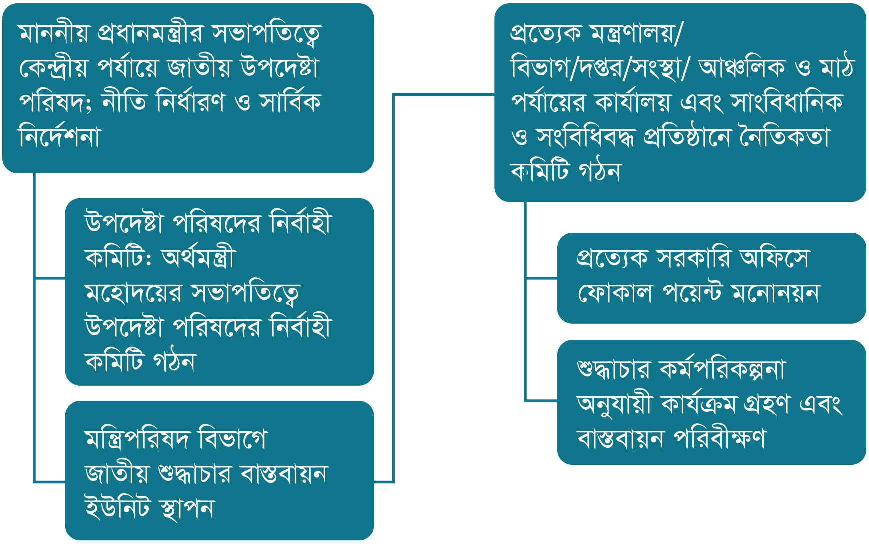

৩) বলুন- উল্লিখিত বাস্তবায়ন কাঠামো অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হচ্ছে।

৪) বলুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নে সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলেছে, স্লাইড দেখিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন-

নৈতিকতা কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি

১. পরিকল্পনা

অংশীজনদের উপস্থিতিতে নিয়মিত সভার আয়োজন, সুশাসনের বাধা চিহ্নিতকরণ, পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন তথ্য অধিকার, ই-গভর্নেন্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

১. পরিকল্পনা

অংশীজনদের উপস্থিতিতে নিয়মিত সভার আয়োজন, সুশাসনের বাধা চিহ্নিতকরণ, পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন তথ্য অধিকার, ই-গভর্নেন্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

২. বাস্তবায়ন

দায়িত্ব বণ্টন, বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৩. পরিবীক্ষণ

নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা করা।

৪. কার্যক্রম

নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, কার্যক্রম পর্যালোচনা করা, অভিজ্ঞতা বিনিময়।

নৈতিকতা কমিটির প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি

৫) বলুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সফল বাস্তবায়নের জন্য ১১টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো-

ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা
ক্ষেত্র ২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
ক্ষেত্র ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রণয়ন বাস্তবায়ন
ক্ষেত্র ৪: তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম
ক্ষেত্র ৫. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন
ক্ষেত্র ৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ
ক্ষেত্র ৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ
ক্ষেত্র ৮. কার্যালয়ের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম
ক্ষেত্র ৯. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার
ক্ষেত্র ১০. অর্থ বরাদ্দ
ক্ষেত্র ১১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৬) পুরো বিষয়টি সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, প্রশ্ন করুন, প্রয়োজনে রিপিট করুন, জিজ্ঞেস করুন এবং শিখন নিশ্চিতকরণে প্রজ্ঞার পরিচয় দিন।

ধাপ ৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।

২) জিজ্ঞেস করুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ কী কী করতে পারে? উত্তর শুনুন। আপনার মতামত দিন।

নৈতিকতা কমিটি গঠন: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ইউনিয়ন পরিষদের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হবে। নৈতিকতা কমিটিসংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্তরায় চিহ্নিত করবে। পরিলক্ষিত অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করবে।

৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে তাদের সুপারিশগুলো কী কী জানতে চান এবং এগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যা নিচের চিত্রের মতো হতে পারে-

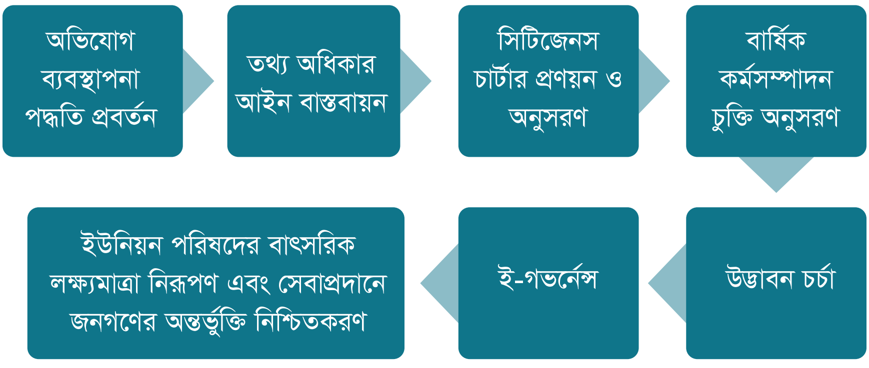

৪) বলুন- ইউনিয়ন পরিষদের নৈতিকতা কমিটি সময়ে সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করবে এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

৫) বলুন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান টুল। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

মডিউল ২
তথ্য অধিকার
Right to Information-RTI

তথ্য অধিকার কী
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য
তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তু
আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ
কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়
স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
জনগণ কীভাবে তথ্যের জন্য আবেদন করবেন
তথ্যের জন্য কার কাছে আবেদন করতে হবে
আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে করণীয় তথ্য চেয়ে না পেলে করণীয়
আপিল কর্তৃপক্ষ, আপিল দায়ের প্রক্রিয়া ও আপিল নিষ্পত্তি
তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া
ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে তথ্য অধিকারের আইনি কাঠামো
তথ্য প্রদান বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

মডিউলের উদ্দেশ্য

এ প্রশিক্ষণ শেষে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী-

১. তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য, জনসেবাসংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. নিজ দপ্তর থেকে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রকাশ ও সরবরাহ নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারবেন।

অধিবেশন-৫: তথ্য অধিকার আইন, এর উদ্দেশ্য এবং তথ্য সরবরাহ

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক-

(ক) তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায় তা জানা ও বলতে পারা
(খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা ও বলতে পারা
(গ) মাঠ পর্যায়ে সরকারি সেবাসংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া জানা ও বলতে পারা
(ঘ) কার কাছ থেকে কী তথ্য কীভাবে পাওয়া যাবে তা আলোচনা করা

আলোচ্যসূচি

১) তথ্য অধিকার কী
২) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর উদ্দেশ্য
৩) তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তু
৪) আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ
৫) কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়
৬) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও ওয়েবসাইট
৭) জনগণ কীভাবে তথ্যের জন্য আবেদন করবেন
৮) তথ্যের জন্য কার কাছে আবেদন করতে হবে
৯) আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে করণীয়

সময়

০২.০০-০৩.০০ (১ ঘণ্টা)

পদ্ধতি

উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, স্লাইড, বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপশীট

উপকরণ

স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া

ধাপ ১. তথ্য অধিকার কী

১) বলুন- আমরা সকাল থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায়? উত্তর শুনুন। আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন-

তথ্য কী

"তথ্য অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনাপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদিকে বোঝায় তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট বা নোটশীটের প্রতিলিপির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তথ্য অধিকার আইন কী

তথ্যে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। তথ্য অধিকার আইন হলো একটি আইন, যেটি জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করে। তথ্যে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩) সকলে বিষয়টি বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, এ জন্য দুএকজনকে এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে উৎসাহিত করুন।

ধাপ ২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর উদ্দেশ্য

১) বলুন- আমরা এর আগে তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে কিনা বা এ আইন সম্পর্কে শুনেছে কিনা? উত্তর শুনুন। আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করুন-

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালের ২০নং আইন; যা ০৬ এপ্রিল ২০০৯ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এ আইনে ০৮টি অধ্যায় এবং ৩৭টি ধারা রয়েছে। তথ্যে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের কোনো বিকল্প নেই।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ বিদেশি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

৩) সকলে বিষয়টি বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, এজন্য দুএকজনকে এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে উৎসাহিত করুন। প্রয়োজনে পুনরায় আলোচনা করুন।

ধাপ ৩. তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তু

১) বলুন- আমরা এর আগে তথ্য অধিকার আইন ও এর উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন- তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তুগুলো কী কী? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করুন-

তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তু

সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি সেবা গ্রহীতাদের সহজে ও সুলভে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে এবং অভিযোগ করার প্রবণতা হ্রাস করে । জনগণের ট্যাক্সের টাকা অথবা দেশের নামে নিয়ে আসা ঋণ বা অনুদানের টাকায় গঠিত হয় জনগণের তহবিল যাকে অন্য নামে আমরা বলি সরকারি তহবিল। সরকারি তহবিলের প্রতিটি টাকা জনগণের। এই তহবিল থেকেই রাষ্ট্রের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়। রাষ্ট্রের সকল ব্যয় যথাযথভাবে করা এবং এর ফলে জনগণের প্রকৃত উন্নয়নের নিমিত্ত জনগণের তথ্যে অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তথ্যে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩) সকলে বিষয়টি বুঝেছে কিনা যাচাই করুন, এজন্য দুএকজনকে এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে উৎসাহিত করুন।

ধাপ ৪. আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ

১) বলুন- আমরা এর আগে তথ্য অধিকারের বিষয়বস্তুগুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন- কী কী তথ্য আমরা পেতে পারি? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ নিয়ে আলোচনা করুন-

প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

৩) সকলে বিষয়টি কতটুকু বুঝেছে যাচাই করুন, এজন্য দুএকজনকে এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে উৎসাহিত করুন, সরাসরি কাউকে প্রশ্ন না করে পুরো হাউসের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, প্রয়োজনে রিপিট করুন এবং শিখন নিশ্চিত করতে অবদান রাখুন।

বলুন- আবেদন করা সত্ত্বেও কিছু কিছু তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট অফিস বাধ্য নয় যেমন, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত কোনো তথ্য অথবা কারো ব্যক্তিগত কোনো তথ্য। তবে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এরকম কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হয় না।

ধাপ ৫. কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

১) বলুন- আমরা এর আগে আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা যেসকল তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। জিজ্ঞেস করুন- কোন কোন তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) বলুন- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে যা অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো-

৩) এই আইনের অন্যান্য বিধান বলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা:

(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য; যথা-

- আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;
- মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য;
- ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্তকাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;

(ত) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রবেশপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য; আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪) বলুন- এ আইনের ৩২ ধারায় বলা হয়েছে যে-কতিপয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে না- যা নিচে উল্লেখ করা হলো

১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সহিত জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

৪) তফসিলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সরকার তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৫) বলুন- আবেদন করা সত্ত্বেও কিছু কিছু তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট অফিস দিতে বাধ্য নয় যা ধারাবাহিকভাবে উপরে উল্লেখ করা হলো।

৬) জিজ্ঞেস করুন- ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এরকম কি কোনো বিষয় আছে? উত্তর শুনুন এবং বিশ্লেষণে সহায়তা করুন।

ধাপ ৬. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও ওয়েবসাইট

১) বলুন- আমরা এর আগে আবেদনের প্রেক্ষিতে কী কী তথ্য দেওয়া যাবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞেস করুন- কী কী তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা যায়? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন।

২) এখন স্লাইড দেখিয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করুন-

সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬ (১) এবং ৬(৮)-এর বিধানানুসারে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ বিদেশি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের তথ্য জনগণ তথা সেবা গ্রহীতার নিকট সহজলভ্য করার জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ প্রণয়ন করেছে। এ প্রবিধানমালায় সকল প্রতিষ্ঠান যেসব তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে তার তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও এর চর্চা তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। পাশাপাশি আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান বা স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিকে সুদৃঢ় করে।

৩) বলুন- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেসরকারি সংস্থা এ আইনের ৬ ধারার বিধান মোতাবেক তাদের তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং করছে। যে কেউ ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে তথ্য পেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট হলো WWW.bangladesh.gov.bd। সকল সরকারি কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য সকল তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রকাশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।